

বিবিআইএন আঞ্চলিক পরিবহন এবং বাণিজ্য সুবিধা প্রকল্প- বাংলাদেশ পর্যায়-১

স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (এসইপি/ SEP)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

প্রস্তাবিত বিবিআইএন রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রোগ্রাম (বিবিআইএন আঞ্চলিক পরিবহন ও বাণিজ্য সুবিধা কর্মসূচি) উপআঞ্চলিক বাণিজ্য ও পরিবহনের ক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত চলাচলের উচ্চমাত্রায় ব্যয়ের প্রধান কারণসমূহ, যেমন বাণিজ্য সুবিধায় বিভিন্ন ধরনের নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ বা ব্যবহারের অতি নগণ্য হার, অপরিপূর্ণ পরিবহন ও লজিস্টিক অবকাঠামোগত অবস্থা, এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে কাজ করবে। বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি (বিএলপিএ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (এমওসি) এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ (আরএইচডি) বাংলাদেশে আঞ্চলিক পরিবহন ও বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য-সক্ষম অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং পূর্বে উল্লেখিত বিদ্যমান অবস্থার উন্নতির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

এই প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্য হল বিবিআইএন সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দক্ষ এবং স্থিতিস্থাপক আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ করা। প্রোগ্রামটি মূলত নিম্নলিখিত তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাবে যা বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল, এই চারটি রাষ্ট্রে বিবিআইএন প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এমন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকবে।

i. বাণিজ্যের সুবিধার্থে ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

ii. আঞ্চলিক পরিবহন অবকাঠামো, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্পৃক্ত সুবিধা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণ (স্থল বন্দর এবং কাস্টমস হাউস); এবং

iii. উপ-অঞ্চলে বাণিজ্য সংক্রান্ত সমসাময়িক নানা বিষয়াদির সাথে পরিচিতি বা সেগুলোকে ব্যবহার করার পরিবেশ বা সুযোগ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বের কাছে উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য সুবিধার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হয়। মহামারীর কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিচালনায় যে সংকট পরিলক্ষিত হয় তা ছিল রাষ্ট্রগুলোর খারণারও বাইরে এবং এর ফলশ্রুতিতে সীমান্ত পথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম অসমনয়হীনতা স্থান করে নেয় এবং বিবিআইএন সদস্য দেশগুলোতে পণ্যবাহী পরিবহন কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ক্ষেত্রেও প্রভাব রাখে। বাজারে পণ্যের যোগানের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, চাহিদা হ্রাস পায়, যার ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ সীমিত হয়ে আসে। বিবিআইএন সদস্য দেশগুলিতে এই কাঠামোগত প্রবল পরিবর্তন শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ভিত্তি হতে পারে। উপ-অঞ্চলে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট নির্ভর এবং প্রায়শই বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মনিতির আওতায় থাকুক বা না থাকুক একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি বা ডকুমেন্ট মুদ্রণকৃত আকারে জমা দান করতে হয়। কোভিড-১৯ মহামারীর এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তির স্বশরীরে উপস্থিতি বা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে বা এড়িয়ে চলার একটি অভ্যাস রপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। বেসরকারী খাতে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো সময় অপচয়, অতিরিক্ত খরচ বৃদ্ধি করার খাত ইত্যাদি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় যা বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

প্রস্তুতকৃত স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যানটি (SEP) সমগ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কালব্যাপী অনুসরণ করা হবে। এই এসইপি প্রকল্পের চারটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (BLPA, NBR, MOC এবং RHD) এর জন্যই "প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ", "প্রকল্পের সাথে স্বার্থ জড়িত আছে এমন অন্যান্য পক্ষ" এবং "স্বীকৃতিপূর্ণ বা সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী" এমন দল বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে। এতে প্রকল্পের সূচনা থেকে শুরু করে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত এবং প্রকল্পের নির্মাণ-পরবর্তী/পরিচালনামূলক পর্যায়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার প্রাসঙ্গিক বিধান রয়েছে। এই এসইপির লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা, পাশাপাশি প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে কীভাবে স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের সাথে যুক্ত রাখা যায় তার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রদান এবং এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কোন কোন উপায় অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা। উপরন্তু, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায় এসইপি তে। প্রকল্পের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন জোগাড় ও তা বজায় রাখা এবং প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যথাযথ সময়ে এবং প্রকল্প ও স্টেকহোল্ডার উভয় পক্ষের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই এসইপি স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন ডিসক্লোজার (ESS-10) সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংক এর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (ESF) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, যা এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

এসইপি এমন একটি নথি যেখানে, প্রকল্পের যে কোনো পরিবর্তনের সাপেক্ষে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে হালনাগাদ করা হবে। সর্বশেষে বলা যায়, এই এসইপি চারটি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই একটি প্রকল্প নির্দিষ্ট জিআরএম কেও নির্দেশ করে। বাংলাদেশে চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই SEP বিকাশের জন্য সরাসরি এবং ভার্চুয়াল উভয় মাধ্যমেই বেশ কিছু আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চারটি সংস্থার (IAs); NBR, MoC, RHD, এবং BLPA স্বতন্ত্র জিআরএম (GRM) প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকালীন পুরো সময় জুড়ে প্রকল্প নির্দিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ বা সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান জিআরএম (GRM) প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ে সহায়তা নেয়া হবে। জিআরএম (GRM) ২টি পর্যায়ে কাজ করবে; একটি প্রকল্পের সাইট পর্যায়ে, এবং অপরটি প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপালনকারী ইউনিট (PIU) পর্যায়ে। প্রতিটি পর্যায়ে একটি অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) থাকবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) এর সদস্যদের মধ্যে নারী এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও (PAPs) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যারা অভিযোগ বা সমস্যা নিরসনে কাজ করবে সে সকল কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের সাইট এবং বাস্তবায়নকারী ইউনিট এই দুই পর্যায়েই জিআরএম (GRM) প্রক্রিয়াকে এমনভাবে গঠন করা হবে যেন তা যৌনশোষণ ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে কোনো ঘটনার সঠিক সমাধানের ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। যৌনশোষণ ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি সংক্রান্ত (SEA/SH) যে কোনো অভিযোগ গোপনীয়তার সাথে নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে নির্যাতন বা হয়রানির স্বীকার ব্যক্তির অধিকার, প্রয়োজন ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন প্রতিফলন ঘটে এমনভাবেই তাকে সহযোগীতা করার ক্ষেত্রে 'সার্ভাইভার-সেন্টারড অ্যাপ্রোচ' নীতিতে কাজ করা হবে। একই সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক বিশ্বব্যাংকের 'গুড প্র্যাকটিস নোট' (good practice note) এ উল্লেখিত বিষয়গুলোও যৌনশোষণ ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ/ সমস্যা নিরসনে

বিবেচনায় রাখা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (IA), প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট (PIU) এবং প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের অভিযোগ বা সমস্যা নিরসনে এবং প্রাসঙ্গিক পরিষেবা প্রদানের জন্য সক্ষম নয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (IA) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের (PIU) নিযুক্ত জেভার এক্সপার্ট এবং মনোনীত যৌনশোষণ ও নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি বিষয়ক ফোকাল পার্সন যে কোনো ধরনের অভিযোগ বা হয়রানিমূলক ঘটনা মূল্যায়ন করবেন এবং সেই সাপেক্ষে যেই সকল প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রাসঙ্গিক এবং প্রকল্প এলাকায় সহজলভ্য হয়; যেমন; স্বাস্থ্য সুবিধা, আইন প্রয়োগকারীর সংস্থার জেভার বিশেষায়িত ইউনিট ইত্যাদি, মোতাবেক অভিযোগকারীকে রেফার করবে।

প্রকল্প এলাকায় জিআরএম (GRM) সম্পর্কিত তথ্য প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (PAPs) এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত বৃহত্তর স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। জিআরএম (GRM) প্রক্রিয়া সর্বজন বিদীত হবে এবং প্রকল্প এলাকায় উদ্ভূত যে কোনো অভিযোগ বা সমস্যা ১৪ দিনের সমাধান করা হবে। যে কোনো অভিযোগ বা সমস্যাই যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হবে এবং তা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার এবং বিশ্বব্যাংক এর নিকট রিপোর্ট আকারে পেশ করা হবে।

এই প্রোগ্রাম পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য ও নথি এবং উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ইংরেজি এবং স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করবে এবং প্রকল্পের সম্পূর্ণ সময়কাল জুড়ে এ সকল তথ্যের মুদ্রিত কপি প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হবে।

তথ্য প্রচারের পদ্ধতিটি হবে সহজ এবং সকলের জন্য সহজলভ্য। অদ্যাবধি এ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের একটি হচ্ছে তথ্য পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতকরণ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা। জনগণের কাছে প্রকল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় মুদ্রিত (ক) ব্রোশিয়ার তৈরী করা যেতে পারে। ব্রোশিয়ার গুলোতে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, ক্ষতিপূরণ বা সহযোগীতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, অভিযোগ/ সমস্যা নিরসন প্রক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে যা প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা জনগণের নিকট তথ্য পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে। স্থানীয় সরকার অফিসে (যেমন; ইউনিয়ন পরিষদ অফিস) এবং প্রকল্প অফিসে এই সকল ব্রোশিয়ার রাখা যেতে পারে। (খ) বিভিন্ন জনবহুল এলাকা বা পয়েন্টে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত পোস্টারগুলি প্রদর্শন করা যেতে পারে এবং (গ) প্রকল্প এলাকায় লিফলেটগুলি বিতরণ করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে জানানোর স্বার্থে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্প এলাকার কমিউনিটি, সম্ভাব্য উপকারভোগী টার্গেট গ্রুপ এবং প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে:

- কম্পোনেন্টভিত্তিক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের টাইমলাইন এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা
- উপকারভোগীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য
- প্রকল্পের স্বার্থে ব্যক্তি বা কমিউনিটির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন, এই সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতিমালা সম্পর্কে তথ্য প্রদান
- বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের কারণে পরিবেশগত ও সামাজিক সম্ভাব্য বিভিন্ন ক্ষতির ঝুঁকি এবং সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কে জানানো।

তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য যেন জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় বা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং প্রচারকৃত তথ্য দ্বারা একজন ব্যক্তি বা নাগরিক যেন যে কোনো সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পায়। সঠিকভাবে তথ্য প্রচারের ফলে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে এটি বিশ্বব্যাংককে প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তির যথাযথ মূল্যায়ন ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের যে ফলাফল আসতে পারে তার প্রভাব যাচাই করার সুযোগ তৈরী হবে।